বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৩২/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৩২/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
৪	শব্দ সংক্ষেপ	১১
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৯-৩২
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯-৫১

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের ওপর স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান এর প্রধান নির্বাহীসহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ: .... বঙ্গাব্দ
৭/২/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

১.০ রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র সরকারি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.০ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

২.১ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) একটি শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। কোম্পানি অ্যাক্ট-(Act VII of 1918) এর মাধ্যমে গভর্নমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরি (জিপিএল) নামে ১৯৬২ সালে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাকশন ইউনিট (পিপিইউ) করা হয়। ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৩ সাল থেকে এর নাম এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, উন্নতমানের ঔষধ উৎপাদন করে সাশ্রয়ী মূল্যে সরকারি হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা। তাছাড়া, দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কনডম তৈরি করে তা মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিতরণ করা।

বর্তমানে ইডিসিএল এর ঔষধ উৎপাদন এবং বিপণনসহ যাবতীয় কার্যসম্পাদন ৫টি অফিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ঢাকায় এর প্রধান অফিস এবং ৩টি জেলায় ৩টি শাখা অফিস রয়েছে। এছাড়াও একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। নিম্নে এর বিবরণ দেয়া হলো:

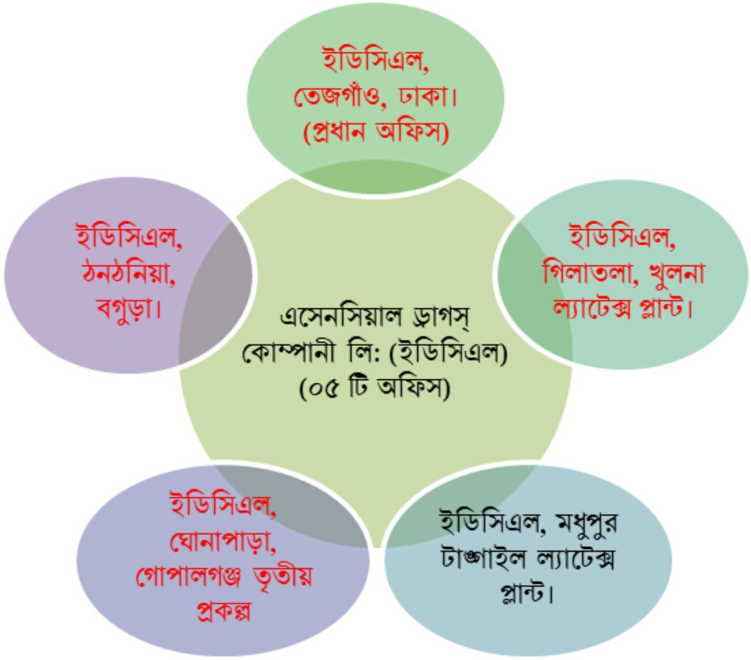

২.২ প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যান ছাড়াও পর্ষদে ৮ (আট) জন পরিচালক রয়েছেন। সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এর নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা ইডিসিএল পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান অফিস ছাড়াও খুলনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জ নবগঠিত কোম্পানির ৪টি শাখা/ ইউনিট অফিস রয়েছে। প্রধান অফিস সহ মোট ৫টি অফিসে কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

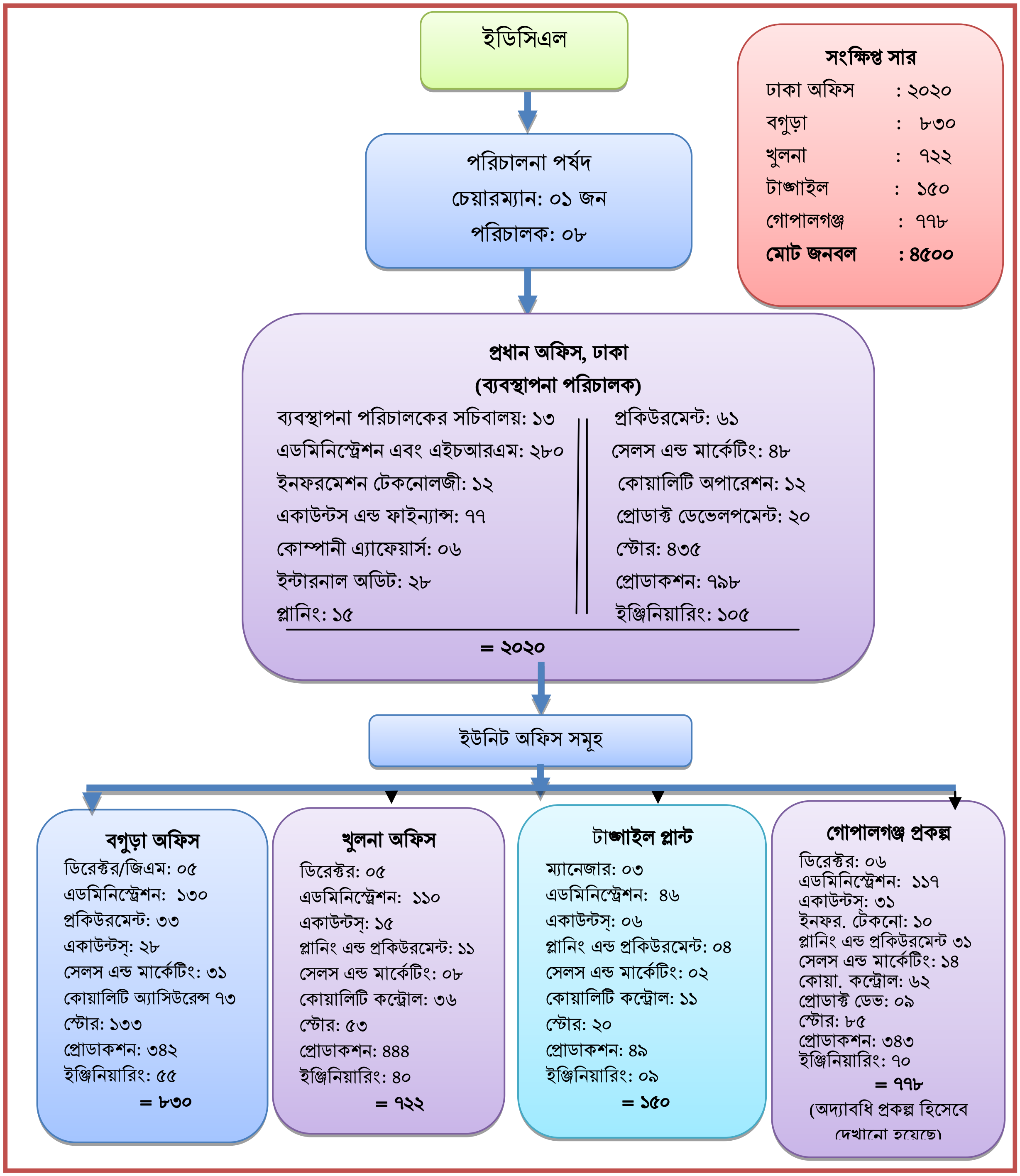

২.৩ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলী :

১. ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয়।

২. ঔষধের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জিএমপি গাইডলাইন অনুসারে নমুনা পরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ জিএমপি পরিদর্শন ও কারখানা পরিদর্শন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের সাথে জড়িত কোয়ালিফাইড ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২.৪ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য কৃতি নির্দেশক:

- মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন।
- ঔষধ সরবরাহ ও বিক্রি।
- নমুনা পরীক্ষা।

২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

২.৫.১ প্রতিষ্ঠানের বাজেট:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বাজেট খাত	উৎস	টাকা
০১	মূলধন (Capital) বাজেট	ঔষধ বিক্রয় ও অন্যান্য আয়	৮৫৩.৫২
০২	রাজস্ব (Revenue) বাজেট	ঔষধ বিক্রয় ও অন্যান্য আয়	৫৫২৫৪.৭৫
		প্রতিষ্ঠানের মোট বাজেট =	**৫৬১০৮.২৭**

সূত্র: কোম্পানির সংশোধিত বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

২.৫.২ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	ব্যয়ের খাত	টাকা
০১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৪২.৭৯
০২	ওভারহেড ব্যয়	৩৪৬৫.২৯
০৩	র-ম্যাটেরিয়াল	১৪৭৩৬.৮১
০৪	প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল	৯২১১.০০
০৫	ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল	১৭৫.৮০
০৬	ম্যানুফ্যাকচারি চার্জ	৪২৭৯.২৮
০৭	অন্যান্য ব্যয়	২৩৯২৯.৯০
	মোট =	৫৬,৪৪০.৮৯

সূত্র: কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত বার্ষিক ব্যয় বিবরণী ২০১৯-২০২০

২.৫.৩ বাজেট এবং ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী (প্রকল্প ব্যতীত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	মোট বাজেট (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	ব্যালেন্স
০১	৫৬১০৮.২৭	৫৬৪৪০.৮৯	(৩৩২.৬২)

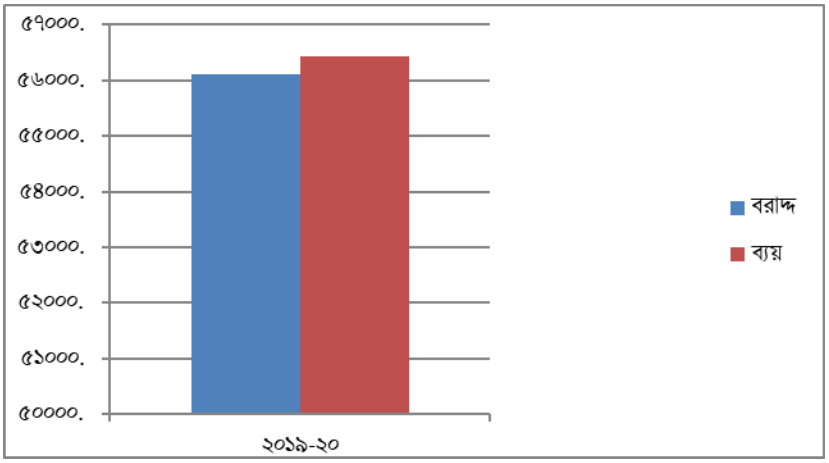

ফিগার-১: বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র (প্রকল্প ব্যতীত)

ফিগার-১ এ দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ছিল।

২.৫.৪ প্রধান প্রধান খাতের (প্রকল্প ব্যতীত) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ব্যয় পর্যালোচনা:

(লক্ষ টাকায়)

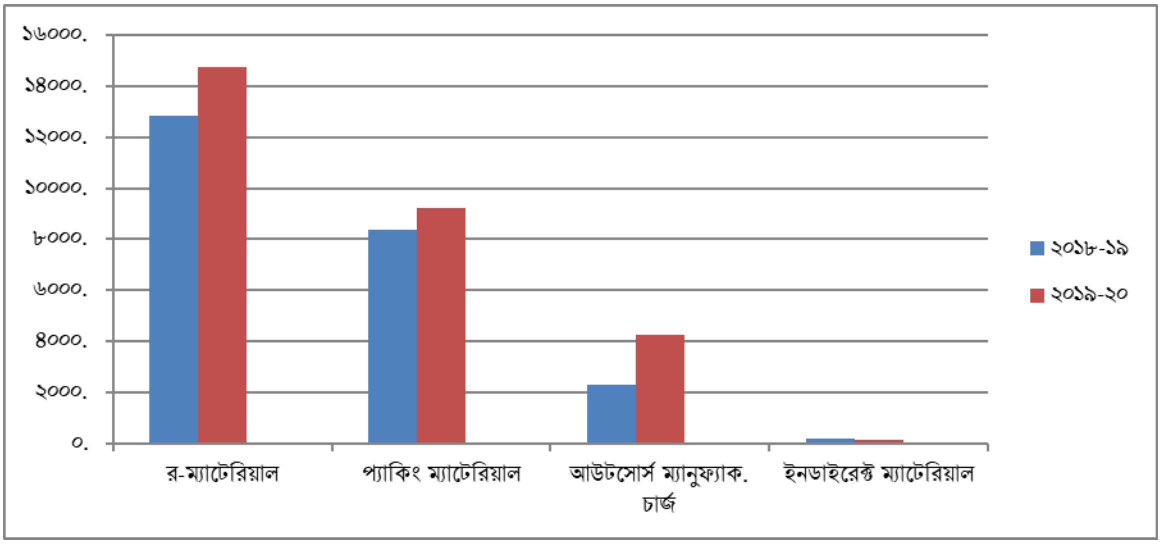

ফিগার-২: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাঁচামাল সম্পর্কিত ব্যয়ের তুলনামুলক চিত্র

সূত্র: কোম্পানির বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০

ফিগার-২ অনুসারে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইডিসিএল এর কাঁচামাল সম্পর্কিত ব্যয় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যা শতকরা ১৫ ভাগ সমতূল্য। কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত অর্থবছরে উৎপাদিত ঔষধের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫.৫ গোপালগঞ্জ প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী:

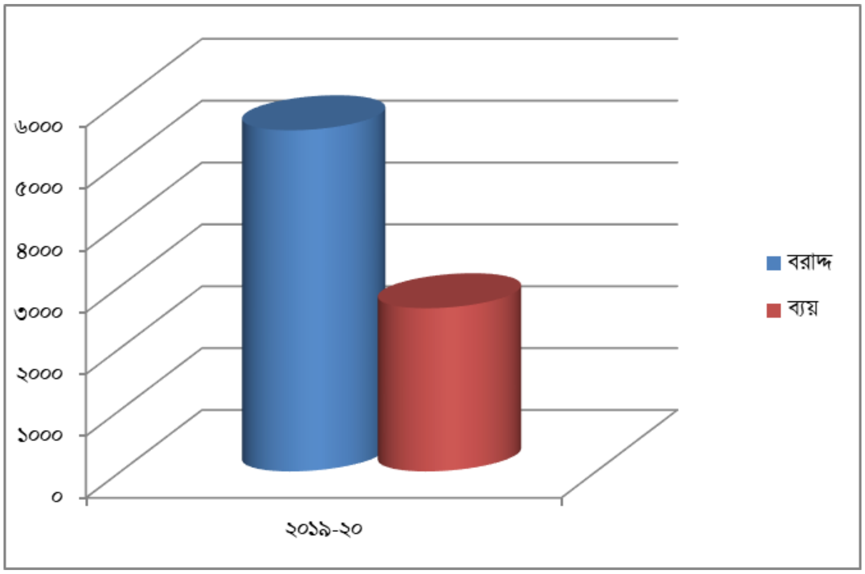

ফিগার-৩: গোপালগঞ্জ প্রকল্পে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের চিত্র

ফিগার-৩ এ দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেটের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম।

৩.০ অডিটের আইনগত ভিত্তি:

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪.০ অডিটের পরিধি:

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এবং এর অধীন গোপালগঞ্জ প্রকল্পের হিসাব নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.০ অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

৫.১ অডিটের বিষয়বস্তু:

ঔষধ উৎপাদন ব্যয় এবং বিক্রয় ব্যবস্থাপনা
প্রকল্প ব্যয়
মেরামত ব্যয় এবং
অন্যান্য ক্রয় বিষয়াদি নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫.২ অডিটের মানদন্ড:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধি-বিধানসমূহ প্রতিপালনপূর্বক ব্যয় নির্বাহ হয়েছে কিনা তা যাচাই:

১। ইডিসিএল মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন (এমএন্ডএএ);

২। ইডিসিএল পারচেজ ম্যানুয়াল;

৩। ইডিসিএল সার্ভিস রুলস্;

৪। কোম্পানি আইন ১৯৯৪

৫। শ্রম আইন ২০০৬ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ);

৬। পিপিএ, ২০০৬; পিপিআর, ২০০৮;

৭। ডেলিগেশন অব ফিনান্সিয়াল পাওয়ার;

৮। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮;

৯। প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি।

৫.৩ অডিট কৌশল:

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান সংগৃহীত তথ্যাবলীসমূহ হতে ঝুঁকি নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীতব্য পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা
- বাস্তব যাচাই
- ঘটনা সমীক্ষা
- কাজ সমীক্ষা
- তথ্য বিশ্লেষণ
- Judgemental Sampling

৫.৪ অডিট সময়কাল:

২৮/০১/২০২১ থেকে ২৫/০৩/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর এর নিরীক্ষার আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এর ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা, বছরব্যাপী প্রকৃত ঔষধ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ব্যর্থতা, পরিচালনা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনয়নের ব্যর্থতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না হওয়া, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন না করা, দক্ষ জনবল নিয়োগ না করা ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটির মান যাচাই এবং দূর্বলতা/ব্যত্যয়সমূহ চিহ্নিতকরণে ২০১৯-২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা এবং গুরুতর অনিয়মসমূহ পাওয়া গিয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৭ টি অডিট অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩১,২৬,৪২,৯৭৫.০০ যা মোট বরাদ্দের ৫.৫৪%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমুহ নিম্নরূপ:

- পণ্য পরিবহনে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ;
- মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত ভাতাদি প্রদান;
- প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পরেও স্বল্পসংখ্যক ঔষধ উৎপাদন এবং নতুন ঔষধ উৎপাদনে কোন গবেষণা না থাকা;
- ক্রয়কৃত মেশিনারিজ/যন্ত্রপাতি ইনস্টল (স্থাপন) না করে ফেলে রাখা;
- ইডিসিএল প্রণীত পারচেজ ম্যানুয়াল লঙ্ঘনপূর্বক চুক্তিপত্র সংশোধন এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি;

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

CBM	Cubic Meter
CGMP	Current Good Manufacturing Practice
CMSD	Central Medical Stores Depot
CT	Computed Tomography
EDCL	Essential Drugs Company Limited
IPH	Institute of Public Health
MSR	Medical and Surgical Requisites
NEMEW&TC	National Electro Medical Equipment Maintenance Workshop & Training Center
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PVC	Polyvinyl Chloride
SOLAS	Safety of Life at Sea
SRO	Statutory Rules & Order
VAT	Value Added Tax
VGM	Verified Gross Mass
WHO	World Health Organisaion

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনু: নং	শিরোনাম	জড়িত অর্থ
০১	নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবহন ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৯৫,৮০,৬৭৭.০০
০২	কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত না থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী কর্মচারিসহ ঢালাওভাবে সকল কর্মচারিদের সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি	১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০
০৩	কারিগরি বিনির্দেশে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ	১,০৬,৪৫,২৮৬.০০
০৪	সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এ অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৯৮,৮২,১৭৮.০০
০৫	প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির অপচয়	৩,৮১,৯২,৫০০.০০
০৬	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ইনস্টলেশন ও কমিশনিং না করে অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় সরকারের অপচয়	১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০
০৭	করোনা মহামারি সময়ে ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক Meropenem কাঁচামালের টেন্ডার বার বার বাতিলপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি	৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০
	মোট =	**৩১,২৬,৪২,৯৭৫.০০**
	কথায়: একত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা	

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১

শিরোনাম: নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবহন ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সরকারের ৯৫,৮০,৬৭৭.০০ (পঁচানব্বই লক্ষ আশি হাজার ছয়শত সাতাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এর গোপালগঞ্জ তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবহন ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ৯৫,৮০,৬৭৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এর গোপালগঞ্জ তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্প ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত দরপত্র, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, সংশ্লিষ্ট বিল ও দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাইকালে দেখা যায়, মালামাল খালাস, পরিবহন, লোডিং, আনলোডিং ও স্টকিং ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ প্রকল্পে আমদানিকৃত পণ্য পরিবহন করার জন্য এস আর এন্টারপ্রাইজ বিডি (প্রা:) লি: এর সাথে চুক্তির মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বলবত রেখে ১৭/০৯/২০১৭ খ্রি: তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তির শর্ত ১.৩ মোতাবেক এস আর এন্টারপ্রাইজ বিডি (প্রা:) লি: ফুল কন্টেইনার লোডিং পদ্ধতিতে প্রতি ঘনমিটার (সিবিএম) ১৩৯৮/- টাকা হারে পণ্য পরিবহনের জন্য ভাড়া প্রাপ্য। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক পণ্য পরিবহন কার্য চলমান থাকলেও সে মোতাবেক কোন বিল দাবি করা হয়নি।

চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য পর্যায়ে ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে বিল অফ লেডিং (বিএল) এ উল্লিখিত প্রতি ঘনমিটার/টন এর পরিবর্তে কন্টেইনারের বাহ্যিক আয়তনকে বিবেচনা করে বিল পরিশোধ করা হবে এবং মালামাল পরিবহন ও আনলোডিং বাবদ প্রাপ্ত মোট বিলের ৫০ শতাংশ অর্থ কন্টেইনারের ফিরতি পথের পরিবহন বিল পরিশোধ করা হবে এভাবে চুক্তি সংশোধন করা হয়। যদিও চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য পর্যায়ে চুক্তি সংশোধনের কোন সুযোগ ছিল না। সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক কনটেইনারের বাহ্যিক আয়তনের ভিত্তিতে প্রাপ্য ভাড়া হিসাব করায় ৩,৯০৮.৭৮ ঘনমিটার পণ্য অতিরিক্ত পরিবহন দেখানো হয়েছে। ফলে সংশোধিত চুক্তি অনুযায়ী পণ্য পরিবহনের ভাড়া বাবদ (১,৩৯৮.০০×৩,৯০৮.৭৮) বা ৫৪,৬৪,৪৭৪.০০ টাকা এবং ফিরতি পথে খালি কনটেইনার পরিবহনের জন্য ৪১,১৬,২০৩.০০ টাকাসহ মোট (৫৪,৬৪,৪৭৪.০০+ ৪১,১৬,২০৩.০০)= ৯৫,৮০,৬৭৭.০০ টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আলোচ্যক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সরকারের ৯৫,৮০,৬৭৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ এর ১০২(৬) অনুসারে ক্রয়কারী এবং কৃতকার্য দরদাতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সকল বিষয় মেনে চলতে উভয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন। চুক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ঠিকাদারকে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১(১-২)] ।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের শর্ত ১.৩ এর লঙ্ঘন।

পিপিআর-২০০৮ এর ১০২(৬) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বন্দরে অপেক্ষমান যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ অবস্থানজনিত ডেমারেজ বাবদ আর্থিক ক্ষতি হ্রাসের জন্য কন্টেইনারের বাহ্যিক আয়তন বিবেচনা করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সিএন্ডএফ দরপত্র ও সম্পাদনকৃত চুক্তির শর্তাবলিতে ফিরতি পথের কন্টেইনারের পরিবহন বিল পরিশোধের বিষয়ে কোন শর্ত উল্লেখ ছিল না। এদিকে ড্রেজিং বালু দ্বারা প্রকল্পের ভূমি

উন্নয়নকৃত কাঁচা প্রবেশ পথ ও স্থান সংকুলানের অভাবে আনলোডের অপেক্ষমান পরিবহনের জটের কারণে শিপিং ডেমারেজ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এর আইন উপদেষ্টার ইতিবাচক মতামতের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অর্ধেক পথের ভাড়া অর্থাৎ মালামাল পরিবহন ও আনলোডিং প্রাপ্ত মোট বিলের পঞ্চাশ ভাগ অর্থ কন্টেইনারের ফিরতি পথের পরিবহন পরিশোধ করা হয়। এখানে দরপত্র ও চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জবাবে ফিরতি পথে খালি কন্টেইনার পরিবহনের ভাড়া পরিশোধের বিষয়টি স্বীকৃত। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে বিল অফ লেডিং (বিএল) এ উল্লিখিত প্রতি ঘনমিটার/টন এর পরিবর্তে কনটেইনারের বাহ্যিক আয়তনকে বিবেচনা করে বিল পরিশোধ করার স্বপক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্রের সকল শর্ত মেনে নিয়েই পণ্য পরিবহণ করা হবে মর্মে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল। তাছাড়া, পথের দূরত্ব, রাস্তার বাহ্যিক অবস্থা, লক্ষ্যস্থলের বাহ্যিক অবস্থা এবং অন্যান্য সকল বিষয় বিবেচনা করে ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্রে অংশগ্রহণ করা হয়ে থাকে। কাজেই চুক্তি বাস্তবায়নকালে বিল পরিশোধের হিসাব পদ্ধতি পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২

শিরোনাম: কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত না থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী কর্মচারিসহ ঢালাওভাবে সকল কর্মচারিদের সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির ১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০ (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত সাতষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত না থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী কর্মচারিসহ ঢালাওভাবে সকল কর্মচারিদের সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির ১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

কোম্পানির ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ঢাকা, বগুড়া, খুলনা, গোপালগঞ্জ ও মধুপুর কার্যালয়ের বেতন ভাতা সংক্রান্ত বিল/ভাউচার, বাজেট, ব্যয় বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় ইডিসিএল এ কর্মরত সকল কর্মচারিদেরকে সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যায় ১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০ টাকা বিশেষ সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-৪ এর স্মারক নং-০৭.১০৪..০২০.২৭০১.৭২.২০১৮-০১, তারিখ: ০৯/০৭/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সেবাকর্মীগণ এককালীন ২(দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ বিশেষ সম্মানী প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

তাছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাজেট অধিশাখা এর স্মারক নং ৪৫.০০.০০.০০.১৩৯. ০২০.০০৪.২০২০-৬০৫, তারিখ: ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: অনুযায়ী কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের পরিপত্র জারি করা হয়।

এক্ষেত্রে উপরোক্ত আদেশসমূহ লঙ্ঘন করে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, সেবাকর্মী না হওয়া সত্ত্বেও ইডিসিএল এর সকল কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের (এডহক ও ক্যাজুয়ালসহ) ঢালাওভাবে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির ১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২ (ক, খ)]

অনিয়মের কারণ:

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-৪ এর স্মারক নং-০৭.১০৪.০২০.২৭০১.৭২.২০১৮-০১ তারিখ: ০৯/০৭/২০২ খ্রি: এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাজেট অধিশাখা এর স্মারক নং-৪৫.০০.০০.০০.১৩৯. ০২০.০০৪.২০২০-৬০৫ তারিখ: ০৩/০৮/২০২০খ্রি. এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

ইডিসিএল কোম্পানি আইনে পরিচালিত একটি সংস্থা বিধায় সরকারি বিধি বিধানের আলোকে পরিচালিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। আর্টিকেলস্ অফ এসোসিয়েশনের ধারা ৭৫ এর (i) সংযুক্ত, সংযোজনী-১২ ধারা মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অফিসে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন এতদসংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচনা করে গত ০৪ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১৭১তম সভায় ঝুঁকি ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে ঝুঁকিভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

Memorandum and Articles of Association এর ধারা ৭৫ (i) অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে কোম্পানির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে কেবল বিশেষ কার্য সম্পাদন/ব্যবসায়িক সফলতা/মুনাফা অর্জনের ওপর যে কোন প্রকার আর্থিক পুরস্কার যেমন: ইনসেনটিভ (প্রণোদনা), কমিশন ইত্যাদি প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ইডিসিএল (ঔষধ ও কনডম উৎপাদন কারখানা) এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নন, বিধায় ঝুঁকিভাতা প্রাপ্য হবেন না।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক কোম্পানির তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

শিরোনাম: কারিগরি বিনির্দেশে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ১,০৬,৪৫,২৮৬.০০ (এক কোটি ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লি: এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কারিগরি বিনির্দেশে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে অনিয়মিতভাবে ১,০৬,৪৫,২৮৬.০০ (এক কোটি ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

কোম্পানি'র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিল/ভাউচার, টেন্ডার নথি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, যাচাইয়ে দেখা যায়, ইডিসিএল ঢাকা অফিস কর্তৃক মেসার্স রিভিটেক্স লি. এর নিকট হতে ৩০,৩০,৬৭৫.০০ টাকা মূল্যের একটি কার এবং মেসার্স ইফাদ অটোস্ লি. এর নিকট হতে ৫২,৭২,৭৫০.০০ টাকা মূল্যের দু'টি কাভার্ড ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) যাচাইকালে দেখা যায়, কার ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড Toyota Allion (G) ও Country of Origin Japan এবং কাভার্ড ভ্যান ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ASHOK LEYLAND ও Country of Origin India উল্লেখ করা হয়েছে। একই ভাবে বগুড়া কার্যালয় কর্তৃক ফার্নিচার, ফটোকপিয়ার মেশিন ও বিভিন্ন পন্য নির্দিষ্ট মডেল, ঠিকাদার/কোম্পানির নাম উল্লেখপূর্বক একক ঠিকাদার থেকে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইডিসিএল কর্তৃক প্রণিত পারচেজ ম্যানুয়ালের অধ্যায়-৪, ক্লজ-২৮ (পৃষ্ঠা ৩৩) এর রেফারেন্স মোতাবেক 'If the items are purely of proprietary nature or available with a particular source of supply, the procurement will be made direct from the manufacturer or their authorized agent'. মেসার্স ইফাদ অটোস লি: কাভার্ড ভ্যান উৎপাদন/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অশোক লিলেন্ড ব্রান্ডের (অরিজিন-ভারত) একক কাভার্ড ভ্যান উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নয়। এরকম কাভার্ড ভ্যান উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী দেশে/বিদেশে আরও অনেক কোম্পানি/এজেন্ট (টাটা, সুজুকি, বাজাজ, উত্তরা মটর্স) রয়েছে এবং কার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্রান্ডের গাড়ী উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো বা তাদের মনোনীত এজেন্ট/ব্যবসায়ীদের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধি লঙ্ঘন করে কাভার্ড ভ্যান এবং কার ক্রয় করা হয়েছে।

একইভাবে ইডিসিএল বগুড়া কার্যালয় কর্তৃক ক্রয়কৃত ফার্নিচার, ফটোকপিয়ার মেশিন ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির নথি যাচাইয়ে দেখা যায়, ইডিসিএল পারচেজ ম্যানুয়াল অনুযায়ী এলটিএম, ওটিএম, স্পট টেন্ডার পরিহার করে কথিত প্রাইস অফারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মডেল, ঠিকাদার/কোম্পানির নাম উল্লেখপূর্বক একক সরবরাহকারী থেকে ২৩,৪১,৮৬১.০০ টাকা মূল্যের ফার্নিচার, ফটোকপিয়ার মেশিন ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩ (ক, খ, গ)]

অনিয়মের কারণ:

ইডিসিএল পারচেজ ম্যানুয়াল, অধ্যায়-৪, ক্লজ ২৮ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

ইডিসিএল পারচেজ ম্যানুয়াল, চ্যাপ্টার ০৪, ক্লজ ২৮, পৃষ্ঠা ৩৩ মোতাবেক ক্রয় কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণিত ক্লজটি হলো 'If the items are purely of proprietary nature or available with a particular source of supply, the procurement will be made direct from the manufacturer or their authorized agent'.

EDCL Purchase Manual এর Chapter-2 এর ধারা 2(d) “Single Tender ‘For items of purely proprietary nature single tender enquiry shall be sent exclusively to the Manufacturer or their authorized agent subject to clearance from the Managing Director, EDCL, Dhaka/Plant Manager EDCL, Bogra & Khulna’। উক্ত ধারা অনুসারে Price offer এর মাধ্যমে authorized ডিলার হতে উক্ত পণ্যসমুহ ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইডিসিএল পারচেজ ম্যানুয়াল, চ্যাপ্টার ০৪, ক্লজ ২৮ এবং চ্যাপ্টার-২ এর ধারা 2(d) উল্লেখপূর্বক সঠিক প্রক্রিয়ায় পণ্য সমূহ ক্রয় করা হয়েছে মর্মে বলা হয়েছে। অথচ উক্ত ধারা কেবল For items of purely proprietary nature অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যের একমাত্র উৎপাদক/পরিবেশকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত কাভার্ড ভ্যান, ফার্নিচার এবং ফটোকপিয়ার মেশিন বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক তৈরি/সরবরাহ করা হয়ে থাকে, যা purely proprietary nature নয়।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ ব্যতীত নির্দিষ্ট ঠিকাদার/সরবরাহকারীকে সুবিধা পাইয়ে দেয়ার লক্ষ্যে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪

শিরোনাম: সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এ অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৯৮,৮২,১৭৮.০০ (আটানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার একশত আটাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এ অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৯৮,৮২,১৭৮.০০ (আটানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার একশত আটাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

কোম্পানির ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইডিসিএল কর্তৃক কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ কর্মকর্তা/কর্মচারির মাসিক মূল বেতনের ওপর ১০% হারে ৯৮,৮২,১৭৮.০০ টাকা কোম্পানি থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখা-০৪ এর পরিপত্র নং ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০০৫.১২-১২৩, তারিখ : ২৯-১০-২০১৭ খ্রি: অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের জন্য মাসিক সংশ্লিষ্ট কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড এর হার ৮.৩৩% এর সমান হবে। জারি করা পরিপত্রের ১১ (২) ধারা অনুযায়ী কর্মচারিদের সর্বনিম্ন চাঁদার হার মূল বেতনের ১০% নির্ধারণ করা হলেও প্রতিষ্ঠানের অবদান বা চাঁদা ৮.৩৩% থাকবে।

এক্ষেত্রে ইডিসিএল কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ না করে নির্ধারিত হার অপেক্ষা (১০-৮.৩৩)% = ১.৬৭% অতিরিক্ত হারে অর্থ পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৯৮,৮২,১৭৮.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪]

অনিয়মের কারণ:

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-০৪ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র নং-০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০০৫.১২-১২৩ তারিখ: ২৯-১০-২০১৭ খ্রি: এর নির্দেশনা ১১ (২) ধারা প্রতিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/মনিঃ/ইডিসিএল/২০০১/৯৭১, তারিখ: ২৬ আগষ্ট, ২০০৯ অনুসারে "ইডিসিএল কোম্পানি আইনে পরিচালিত একটি সংস্থা বিধায় সরকারি বিধি বিধানের আলোকে পরিচালিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই"। কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারিদের ভবিষ্য তহবিল ফান্ডকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর কমিশনার অফিস, ঢাকা (পশ্চিম) হাল নাগাদ বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর পত্র সূত্র নং- এল, জি-৩৬/পি-৮৮-৮৯/৫৯৭(4), তারিখঃ ০৩/১০/১৯৮৮ খ্রি: এর মাধ্যমে ১৯৮৪ সনের আয়কর অধ্যাদেশের প্রথম তফসিলের ('বি' অংশ) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ এর আলোকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিল ফান্ডটি পৃথক ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কোম্পানির ক্ষেত্রে সিপিএফ এবং জিপিএফ পরিচালনা করা যায় না আয়কর আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund) প্রযোজ্য। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোম্পানির কর্মীদের মূল বেতন থেকে ১০% চাঁদা কর্তন এবং কোম্পানি কর্তৃক ১০% হারে চাঁদা প্রদান করে ভবিষ্য তহবিল ফান্ড প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

ইডিসিএল কোম্পানি আইনে পরিচালিত হলেও এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখা কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র নং-১২৩, তারিখ: ২৯/১০/২০১৭খ্রি: এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড ৮.৩৩% হারে কর্তনযোগ্য। জবাবে, 'স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল' এর কথা বলা হলেও ইডিসিএল এ 'স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল' নামে কোন তহবিল নেই। নথিপত্র বিশ্লেষণ এবং সংগৃহিত প্রমাণক

অনুসারে ইডিসিএল এ কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) পরিচালনা করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৮.৩৩% হারে কর্তনযোগ্য।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

বিধি লঙ্ঘনপূর্বক কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ডে অতিরিক্ত হারে কর্তনকৃত টাকা কোম্পানির নিয়মিত ফান্ডে জমা প্রদানসহ ভবিষ্যতে উল্লিখিত বিধি পরিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫

শিরোনাম: প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির ৩,৮১,৯২,৫০০.০০ (তিন কোটি একাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচ শত) টাকা অপচয়।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লি: কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির ৩,৮১,৯২,৫০০.০০ (তিন কোটি একাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচ শত) টাকা অপচয় হয়েছে।

কোম্পানির ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে স্টোর রেজিষ্টার, মালামাল সরবরাহের চালান, টেন্ডার নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় ইডিসিএল এর ঢাকায় অবস্থিত কারখানার জন্য এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয়ের নিমিত্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান M/s. Marzocchi Inflalatricl srl, Italy and M/s. Genmech Engineerinf(s) Ote ltd. Singgaroe এর লোকাল এজেন্ট নেষ্ট ইন্টারন্যাশনাল [প্রাঃ] লিমিটেড এর সাথে পত্র নং- Pur.Cont/Tender/56/Machine/SEM/3728/11-12, dt. 23/06/2012 এর মাধ্যমে ৩,৩৫,৫০০.০০ ইউরো এর সমমূল্য ৩,৮১,৯২,৫০০.০০ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। শিপিং এজেন্টের দাখিলকৃত চালান থেকে দেখা যায় ইডিসিএল এর ভান্ডার শাখা কর্তৃক ২৬/০৬/২০১৩ খ্রি: তারিখে এ্যাম্পুল মেশিনটি গ্রহণ করা হয়। ইডিসিএল এর পত্র নং EDCL/Pur/2018/566, তারিখ: ১৮.০২.২০১৮ খ্রি: হতে দেখা যায় ভান্ডারে মেশিনটি গ্রহণ করার ০৪ বছর ০৭ মাস পরও ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং কার্য সম্পন্ন হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকৃত পক্ষে কোন তারিখে মেশিনটি ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়েছে, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া দীর্ঘ ৭ (সাত) বছর পর ইডিসিএল স্মারক নং EDCL/Pur/SEM/3728/2020/451, তারিখ ১৮.০৮.২০২০ খ্রি: পত্রে দেখা যায়, প্রথম ট্রায়ালে ১৭% ভালো এবং ৮৩% বাতিল (৪৭০ এর মধ্যে) এবং ২য় ট্রায়ালে ৩৯% ভালো এবং ৬১% বাতিল (৭৭ এর মধ্যে) এ্যাম্পুল উৎপাদিত হয়েছে। কাজেই উৎপাদন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, বাক্সবন্দী করে ফেলে রাখায় মেশিনটি ইতোমধ্যে কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে প্রথম ট্রায়াল এর ক্ষেত্রে ১০০ ইউনিট কাঁচামাল ইনপুট দিলে আউটপুট হিসেবে বের হয় ১৭ ইউনিট। অর্থ ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মেশিনারি মালামাল ক্রয় করা হয়, মেশিনটি স্থাপন ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়নি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এর স্মারক নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪-২৫২ তারিখ: ২৪.০৬.২০১৪ খ্রি: এর অনু: ৫(ক) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তা যেন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে না থাকে সে জন্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপনের স্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ৫(খ) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশের গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে এবং ৫(গ) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫ বছরের Complete After Sales Service এর নিশ্চয়তা দিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্ণিত আদেশ অনুসরণ করা হয়নি।

ফলে এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয়ের জন্য ব্যয়কৃত ৩,৮১,৯২,৫০০.০০ (তিন কোটি একাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচ শত) টাকা কোম্পানি'র অপচয় হিসেবে বিবেচিত। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]

অনিয়মের কারণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এর স্মারক নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪-২৫২ তারিখ: ২৪.০৬.২০১৪ খ্রি: এর নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন এর আমদানির পর ইনস্টলেশন বাবদ কোন প্রকার খরচ ইডিসিএল বহন করেনি। যাবতীয় খরচাদি লোকাল এজেন্ট মেসার্স নেষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বহন করা হয়েছে বিধায় ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে এবং ৯৫% এ্যাম্পুল গুণগত মান সম্পন্ন পাওয়া যায় এবং এমআরআর ও সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয় । কারণ জবাবে উল্লিখিত ৯৫% এ্যাম্পুল গুণগত মান সম্পন্ন পাওয়া যায় এর স্বপক্ষে ইডিসিএল কোন প্রমাণক সরবরাহ করতে পারেনি । তাছাড়া ইডিসিএল কর্তৃক লোকাল এজেন্ট নেষ্ট ইন্টারন্যাশনাল [প্রাঃ] লিমিটেডকে ১৮.০৮.২০২০ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত আর্জেন্ট মেসেজ থেকে দেখা প্রথম ট্রায়ালে ৮৩% বাতিল (৪৭০ এর মধ্যে) এবং ২য় ট্রায়ালে ৬১% বাতিল (৭৭ এর মধ্যে) এ্যাম্পুল উৎপাদিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং না করে দীর্ঘ ৭ (সাত) বছর যাবত বাক্সবন্দী অবস্থায় ফেলে রাখায় মেশিনটি কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে কোম্পানীর আর্থিক অপচয় সাধিত হয়েছে।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ কোম্পানির তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

শিরোনাম: ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ইনস্টলেশন ও কমিশনিং না করে অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় সরকারের ১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০ (আঠারো কোটি আটত্রিশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার দুইশত আটাশি) টাকা অপচয়।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লি: এর "গোপালগঞ্জ কারখানা স্থাপন (৩য় প্লান্ট)" এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ইনস্টলেশন ও কমিশনিং না করে অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় সরকারের ১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০ টাকা অপচয় হয়েছে।

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লি: এর "গোপালগঞ্জ কারখানা স্থাপন (৩য় প্লান্ট)" এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্যাকেজ নং জিডি ০৬, জিডি ০৭, জিডি ০৯ সংক্রান্ত প্যাকেজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, NOA, কার্যাদেশ, মালামাল গ্রহণ সংক্রান্ত রিপোর্ট, ষ্টক রেজিস্টার এবং বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্যাকেজ নং জিডি ০৬ এর বিপরীতে M/s. Sinva এর নিকট হতে ১,৯৬,৫৬,০০০.০০ টাকা মূল্যের দুইটি আইটেম, প্যাকেজ জিডি নং ০৭ এর বিপরীতে M/s. Sejong এর নিকট হতে ১৩,৭৫,২৬,২২৮.০০ টাকা মূল্যের ১৯টি আইটেম এবং প্যাকেজ জিডি নং ০৯ এর বিপরীতে M/s. Febtech এর নিকট হতে ২,৬৬,৭১,০৬০.০০ টাকা মূল্যের ১৪টি আইটেম সর্বমোট (১,৯৬,৫৬,০০০.০০+১৩,৭৫,২৬,২২৮.০০+২,৬৬,৭১,০৬০.০০)= ১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০ টাকার যন্ত্রপাতি গ্রহণ করা হলেও সেগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখায় সকল মালামালের আয়ুস্কালসহ গুণগতমান হারাচ্ছে। যন্ত্রপাতিসমূহের ইনস্টলেশন ও কমিশনিং অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এর স্মারক নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪-২৫২ তারিখ: ২৪.০৬.২০১৪ খ্রি: এর অনু: ৫(ক) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তা যেন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে না থাকে সে জন্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপনের স্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ৫(খ) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশের গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে এবং ৫(গ) অনুযায়ী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫ বছরের Complete After Sales Service এর নিশ্চয়তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের আদেশ লঙ্ঘন করে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর ৫ মাস হতে শুরু করে প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত বাক্সবন্দী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, যা সরকারের অর্থের অপচয়। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬]

অনিয়মের কারণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এর স্মারক নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪-২৫২ তারিখ: ২৪.০৬.২০১৪ খ্রি: এর নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাটি তৈরি হয় CGMP এর আলোকে এবং WHO এর বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হয়। কারখানার কাজগুলো একটি ধারাবাহিক নিয়ম মেনে করতে হয় যেখানে একটি কাজের সাথে অন্য আর একটি কাজের সম্পর্ক রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিদেশ হতে চলাচল বন্ধ থাকায় কোন প্রতিনিধি/কার্যসম্পাদনকারী দল প্রকল্পে আসতে পারেনি, যার ফলে চলমান স্থাপন কাজটির সাময়িকভাবে ব্যাঘাত

সৃষ্টি হয়। RDPP তে মেশিনগুলো বিভিন্ন প্যাকেজে রয়েছে যার কারণে মেশিনগুলোর ক্রয়কার্য বিভিন্ন দরপত্রের মাধ্যমে করা হয় এবং মেশিনগুলো পর্যায়ক্রমে প্যাকেজ অনুযায়ী প্রকল্পে প্রবেশ করে। কিছু মেশিন Installation এর অপেক্ষায়, যাহা Warehouse এ রাখা হয়েছে এবং বাকি মেশিনগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য মেশিনগুলি না আনা হলে ঠিকাদারদের সাথে পরবর্তী সমন্বয়কৃত কাজ সম্পন্ন করতে বাধাগ্রস্থ হতো। এই বিশাল প্রকল্পের অসংখ্য যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখ্য যন্ত্রপাতির পরিমাণ খুবই সামান্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাবে উল্লিখিত মেশিনুগলো যথাসময়ে ইনস্টলেশন ও কমিশনিং করতে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কোভিড-১৯ সময়কে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ সময়কাল প্রাথমিকভাবে মার্চ/২০২০ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। জুন/২০২০ পরবর্তীতেও অনেক মালামাল প্লান্টে প্রবেশ করে। পরিশিষ্টানুযায়ী, মেশিনারিসমূহ সেপ্টেম্বর/২০১৮ থেকে মার্চ/২০২১ সময়কালে (২.৫ বছরের বেশি সময়) ইনস্টলেশন ও কমিশনিং বিহীন স্টোরে বাক্সবন্দী থাকায় আয়ুষ্কাল হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে ঢালাওভাবে সকল মেশিনারিজ ইনস্টলেশন ও কমিশনিং করতে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কোভিড-১৯ কে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো যৌক্তিক নয়।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ কোম্পানির তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

শিরোনাম: করোনা মহামারি সময়ে ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক Meropenem কাঁচামালের টেন্ডার বার বার বাতিলপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কোম্পানির ৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০ (চার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার চার শত উনআশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল), তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনা মহামারি সময়ে ব্যাপক চাহিদা সত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক Meropenem কাঁচামালের টেন্ডার বাতিলপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০ টাকা ।

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল), তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের Meropenem কাঁচামাল ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার নথি, স্টোর নথি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঔষধের চাহিদাপত্র, প্রকিউরমেন্ট বিভাগের মূল্যায়ন/যাচাই প্রতিবেদন সংক্রান্ত নিরীক্ষা দলিলাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, চাহিদা অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক ঔষধ মেরোপেনেম (Meropenem 500mg & Meropenem 1g)। যা নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে থাকে। করোনা মহামারিতে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের ফুসফুসের চিকিৎসায় এর চাহিদা ছিল সর্বোচ্চ। অতি প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হলেও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব, বার বার দরপত্র বাতিল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক কালক্ষেপণের কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ঝুঁকির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, জনস্বাস্থ্যের দুর্ভোগ লাঘবে উক্ত ঔষধ উৎপাদন কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মহামারীকালীন বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ, জেলা সদর হাসপাতালসমূহ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ এবং সিভিল সার্জন অফিসগুলো থেকে নিয়মিত উক্ত ঔষধের চাহিদা দেয়া হলেও ইডিসিএল কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। প্রকারান্তরে, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে সুযোগ করে দিতে স্থানীয় বাজার থেকে ইডিসিএল কর্তৃক উক্ত ঔষধ ক্রয়ের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইডিসিএল, প্রকিউরমেন্ট বিভাগের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতি মাসে মেরোপেনাম কাঁচামাল প্রয়োজন কমপক্ষে ৮৩ কেজি, সে হিসেবে বছরে (৮৩×১২) = ৯৯৬ কেজি কাঁচামালের প্রয়োজন। স্টোর তথ্য অনুযায়ী, বছরের প্রথম থেকেই কাঁচামালের ঘাটতি থাকলেও পুরো বছরে কোন কাঁচামাল আমদানি/ক্রয় করা হয়নি। ফলে কাঁচামালের চরম সংকট তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে চাহিদাকৃত ঔষধ উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি।

কাঁচামাল আমদানির টেন্ডার সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায়, ৫২৫ কেজি কাঁচামাল আমাদানির জন্য ১৮/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে উন্মুক্ত/প্রেস টেন্ডার আহ্বান করা হয়, এতে ৫টি দরপত্র সিডিউল বিক্রি হয়। ০৪/০৮/২০১৯ খ্রি: তারিখে দরপত্র খোলা হলেও দরপত্র মূল্যায়ন হয় ১ মাস পর। দর বেশি মনে হওয়ার প্রেক্ষাপটে ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্তে দরপত্র বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দাখিলকৃত সর্বনিম্ন দর প্রতি কেজি ১৫৫৭.০০ মার্কিন ডলার, অথচ মূল্যায়ন পত্র অনুযায়ী পূর্ববর্তী ২০১৮ সালে প্রতি কেজি কাঁচামাল ক্রয় করা হয়েছিল ১৫৯০.০০ মার্কিন ডলারে। টেন্ডার বাতিল হওয়ার পর ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্তে আরও দুই মাস পর ৫২৫ কেজি থেকে কমিয়ে ২৫০ কেজি কাঁচামাল আমদানির জন্য ০৫/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখে ২য় বার দরপত্র আহবান করা হয়। এক্ষেত্রেও বিলম্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দরপত্র খোলার আরও দু’ মাস পর ০৫/০২/২০২০ খ্রি: তারিখে ক্রয় কমিটি (মূল্যায়ন) সভা করা হয়। উক্ত কাজে ১০ জন ঠিকাদার দর দাখিল করলে মূল্যায়ন কমিটি ৩ জনকে রেসপনসিভ ঘোষণা করে। রেসপনসিভ বিবেচিত প্রতি কেজি কাঁচামালের সর্বনিম্ন দর ৯২৪ মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইডিসিএল কর্তৃক প্রতি কেজি কাচাঁমালের প্রাক্কলিত দর ১০০০ মাঃ ডলার থাকলেও তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে ০৫/০২/২০২০ খ্রি: তারিখে ক্রয় কমিটির মতামতের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে আবারও দরপত্র বাতিল করে একই কাজে তৃতীয়বার দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত হয়। বর্ণনানুযায়ী, অতি জরুরি সময়ে কাঁচামাল ক্রয়ে বার বার কালক্ষেপণ করা হয়। একই সময়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত উক্ত ঔষধ চেয়ে চাহিদাপত্র পাঠালেও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৫০ কেজি কাঁচামাল আমদানির জন্য ২০/০২/২০২০ খ্রি: তারিখে তৃতীয় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। ১২/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখে দরপত্র খোলা হলেও মূল্যায়ন হয় আরও দুই মাস পর অর্থাৎ ১৩/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখে। দরপত্রে ৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে ৬ টি রেসপনসিভ বলে বিবেচিত হয়। প্রতি কেজি কাঁচামাল ৮৪৮

মার্কিন ডলার দর উল্লেখ করে উত্তরণ ট্রেডিং কোম্পানি সর্বনিম্ন দরদাতা মনোনীত হয়। তবে ১৩/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় কমিটির (মূল্যায়ন) সভায় সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, করোনা ভাইরাসের কারণে উৎপাদন বন্ধ থাকায় প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা উত্তরণ ট্রেডিং কোম্পানি কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারবেনা। তবে ইডিসিএল এ উত্তরণ ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত পত্রে দেখা যায়, উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর এর মেয়াদ ছিল ১২ এপ্রিল ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত । এ মর্মে উক্ত ঠিকাদার ০৮/০৪/২০২০ খ্রি: তারিখে ইডিসিএল কর্তৃপক্ষকে দর এর মেয়াদ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানায়। কিন্তু ইডিসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেসপনসিভ দরদাতাকে উক্ত সময় সীমার মধ্যে তাকে কার্যাদেশ দিতে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে আরও ১ মাস বিলম্বে ২য় দরদাতাকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশপ্রাপ্ত দরদাতা মেসার্স নেষ্ট ইন্টারন্যাশনাল (প্রা:) লি: এর দাখিলকৃত দর ৮৭২ মার্কিন ডলার।

ইডিসিএল কর্তৃক Meropenem ঔষধের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও বার বার টেন্ডার বাতিল, কালক্ষেপণ, নির্বাচিত দরদাতাকে যথাসময়ে কার্যাদেশ না দেয়ার ফলে কাঁচামাল আমদানিতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঔষধ উৎপাদন করতে পারেনি। অথচ ০৫/০২/২০২০ খ্রি: তারিখে ক্রয় কমিটি কর্তৃক আরও কম দর পাওয়া যাবে বিবেচনায় বাতিলকৃত দরদাতার দেয় দর ইডিসিএল কর্তৃক গ্রহণ করা হলে ঔষধের চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানি আর্থিকভাবে লাভবান হতো। ২য় বার আহ্বানকৃত দরপত্র বাতিল করে ৩য় বার আহ্বানকৃত দরপত্র গ্রহণের ফলে কোম্পানি ব্যয় সংকোচন (Cost savings) করেছে ৭,৭০,৭৪৭.০০ টাকা। অথচ ২য় বার দরপত্র গৃহিত হলে (৯২৪ মা.ড. অনুযায়ী) কোম্পানি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চাহিদাকৃত ১,১৬,৪০০ পিস ঔষধ সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করে ৪,৫৪,৯০,২২৬.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারতো। এক্ষেত্রে Cost savings এর তুলানায় কোম্পানির (৪,৫৪,৯০,২২৬.০০-৭,৭০,৭৪৭.০০) = ৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০ টাকা Opportunity loss হয়। মহামারি সময়কালে অধিক চাহিদাসম্পন্ন জীবনরক্ষাকারী ঔষধ জনদুর্ভোগ লাঘবে ভূমিকা রাখতে পারেনি। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭ (ক), (খ)]

অনিয়মের কারণ:

যথাসময়ে কাঁচামাল আমদানি ও ঔষধ উৎপাদনে ব্যর্থতা, বার বার দরপত্র বাতিলের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ ও খরচ বৃদ্ধিকরণ, নীট মুনাফা অর্জনে ব্যর্থতা এবং প্রকৃত দরদাতা মূল্যায়নে ব্যর্থতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

Meropenem কাঁচামাল প্রথম অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে টেন্ডার আহবান করলে আর্ন্তজাতিক দর বেশি মনে হওয়ায় ক্রয় কমিটি-১ এর সুপারিশক্রমে পর পর ৩ বার রিটেন্ডার আহবান করা হয়। পূর্বের ক্রয়কৃত দরের চেয়ে বর্তমান দর প্রতি কেজি ৭১৮ ডলার কমে ২৫০ কেজি Meropenem কাঁচামাল ক্রয় করায় কোম্পানির ১,৫২,৫৭,৫০০.০০ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

প্রথম দরপত্রে দাখিলকৃত কাঁচামালের দর বেশি মনে হওয়ার প্রেক্ষাপটে দরপত্র বাতিল করলেও দ্বিতীয় দরপত্র বাতিল করার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। দ্বিতীয়বার পুনঃ আহবানকৃত দরপত্র বাতিল না করে কাঁচামাল আমদানির মাধ্যমে চাহিদাকৃত ঔষধ উৎপাদন করলে কোম্পানি সব খরচ বাদ দিয়ে ৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারতো। এছাড়া, প্রথম দরপত্র দর গ্রহণ করে প্রতি কেজি কাঁচামাল ১৫৫৭.০০ মা.ড. এ আমদানি করে ঔষধ উৎপাদন করলেও সব খরচ বাদ দিয়ে কোম্পানী আর্থিকভাবে লাভবান হতো। কারণ টেন্ডার নং-এসইএম/০৩/২০১৯-২০, ১৮/০৭/২০১৯ খ্রি: এর মূল্যায়ন শীট (০১/০৯/২১০৯) অনুযায়ী, পূর্ববর্তী বছরে (২০১৮) কোম্পানি প্রতি কেজি কাঁচামাল ১৫৯০ মা.ড. এ আমদানিপূর্বক উৎপাদিত ঔষধ বিক্রি করে কোম্পানী আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। আপত্তিটি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকৃত ঔষধ উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করা হলে কোম্পানি কী পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয়সহ লাভবান হতো সে প্রসঙ্গে বর্ণিত হলেও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জবাব প্রদান করেনি। বরং পরবর্তী বছর (২০২০-২০২১) যে পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি হয়েছে সে প্রেক্ষিতে সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। উক্ত আমদানিকৃত কাঁচামালের প্রেক্ষিতে হিসাব ধরলে পরিশিষ্ট-১১ (খ) অনুযায়ী কোম্পানির প্রকৃত Opportunity loss বেড়ে ৬,৫৩,৫২,৮১১.০০ টাকা হবে।

বিষয়টি ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবর জারি করে ১৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

মহামারীকালীন অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের চাহিদা সত্ত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক বার বার দরপত্র বাতিলপূর্বক কাঁচামাল আমদানি না করে কোম্পানির বিক্রয় আয় হারানো এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ব্যর্থতার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২৫.০১.২০২৩

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
ফোন: ০২-৮৩৯২৫০৫

কাজী ফাহমিদা হক
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

১২ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ....।
২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	দ্বিতীয় অংশ (পরিশিষ্টসমূহ)	
১	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের পরিশিষ্টের তালিকা	৩৫
২	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯-৫১

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের পরিশিষ্টের তালিকা

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবহন ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৯৫,৮০,৬৭৭.০০	১ (১-২)	৩৯-৪২
০২	কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত না থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী কর্মচারিসহ ঢালাওভাবে সকল কর্মচারিদের সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি	১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০	২ (২)	৪৩
০৩	কারিগরি বিনির্দেশে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ	১,০৬,৪৫,২৮৬.০০	৩ (৩)	৪৪
০৪	সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এ অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৯৮,৮২,১৭৮.০০	৪ (৪)	৪৫
০৫	প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির অপচয়	৩,৮১,৯২,৫০০.০০	৫ (৫)	৪৬
০৬	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ইনস্টলেশন ও কমিশনিং না করে অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় সরকারের অপচয়	১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০	৬ (৬)	৪৭-৪৯
০৭	করোনা মহামারি সময়ে ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক Meropenem কাঁচামালের টেন্ডার বার বার বাতিলপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি	৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০	৭ (৭)	৫০-৫১
	মোট =	**৩১,২৬,৪২,৯৭৫.০০**		
	কথায়: একত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা			

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট নম্বর -০১
অনুচ্ছেদ নম্বর- ০১

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০

নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবহন ঠিকাদারকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	আপত্তির বিবরণ	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১.	এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)	বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য পরিবহনে দরপত্র শর্ত ভঙ্গ করে Bill of Ladding এ উল্লিখিত কন্টেইনারের আয়তন বাদ দিয়ে নতুন আয়তন নির্ধারণের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:	৫৪,৬৪,৪৭৪.০০	১(১)
২.	এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)	চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পণ্য পরিবহনে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী (ফেরত কন্টেইনার বিল বাবদ):	৪১,১৬,২০৩.০০	১(২)
		মোট =	**৯৫,৮০,৬৭৭.০০**	
		কথায়: পঁচানব্বই লক্ষ আশি হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা মাত্র		

পরিশিষ্ট নম্বর -০১(১)
অনুচ্ছেদ নম্বর- ০১

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য পরিবহনে দরপত্র শর্ত ভঙ্গ করে Bill of Ladding এ উল্লিখিত কন্টেইনারের আয়তন বাদ দিয়ে নতুন আয়তন নির্ধারণের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র. নং	টোকেন নং / ভাউচার নং	তারিখ	বিবরণ	বিলের টাকা	চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সিবিএম	পরিশোধিত সিবিএম	অতিরিক্ত পরিশোধিত সিবিএম	আর্থিক ক্ষতি (প্রতি সিবিএম ১৩৯৮/- টাকা)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
০১	০৫৯৯৩২/ ০২	৩১/০৭/১৯	পণ্য পরিবহণ	৬০,১৩,৮৬০.০০	১২৭.২৭	১৮৪.৯৬	৫৭.৬৯	**৯,৯২,২৭২.০০**
					১৯.০৪৬	৭৬	৫৬.৯৫	
					৯০.৯০০	১০৮.৯৬	১৮.০৬	
					১০৪.২২৭	৩০৪	১৯৯.৭৭	
					২০৯.৩৯৫	৩৩৬.৯৬	১২৭.৫৭	
					১৪১	২২৮	৮৭.	
					১১৬.২৯৪	২২৮	১১১.৭১	
					২৪.৯৬৪	৭৬	৫১.০৪	
				উপযোগ=	**৮৩৩.১০**	**১৫৪২.৮৮**	**৭০৯.৭৮**	
০২	০৬	১০/১০/১৯	পণ্য পরিবহণ	১,৫০,৭৪,৩৯৫.০০	১০৬.২২	৩০৪	১৯৮	**২৪,৭৮,৬৫৪.০০**
					১০৯৪	১২৯২	১৯৮	
					৬৪.২৮০	১০৯.৪২	৪৫	
					১৩.৭৪০	৩২.৯৬	১৯	
					২৬.৯২	১০৯.৪২	৮৩	
					৫৭.৫০০	১০৯.৪২	৫২	
					১৬.৯২৮	৭৬.৪২	৫৯	
					৪২.১৩০	১৮৫.৮৮	১৪৪	
					১৭১	৩৩৮.৮০	১৬৮	
					৭৫.৭৫৪	১৫২	৭৬	

ক্র. নং	টোকেন নং ভাউচার নং	তারিখ	বিবরণ	বিলের টাকা	চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সিবিএম	পরিশোধিত সিবিএম	অতিরিক্ত পরিশোধিত সিবিএম	আর্থিক ক্ষতি (প্রতি সিবিএম ১৩৯৮/- টাকা)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
					২৯.৩৬৯	৩৮০	৩৫১	
					৫৩৬.৮৪৩	৯১৭.৫২	৩৮১	
				উপযোগ=	**২২৩৪.৬৮**	**৪০০৮**	**১৭৭৩**	
০৩	১৭৩৬৪৬/ ১৩	১৯/১১/১৯	পণ্য পরিবহণ	৪৬,৪৮,৬২৯.০০	৩৫০	৩৮০	৩০	**১০,২৩,৩৩৬.০০**
					৪৯.৬৯০	৭৬	২৬	
					৪৫.৬৩৫	৭৬	৩০	
					৯.১০৭	৩২.৯৬	২৪	
					৪৬.৪৪৩	১০৮.৯৬	৬৩	
					৬৫	৭৬	১১	
					৪৫৯.৯০১	৭৬০	৩০০	
					১৩৬.৯৩৯০	২৬০.৯৬	১২৪	
					১৩৬.৯৩৯০	২৬০.৯৬	১২৪	
				উপযোগ=	**১৩০০**	**২০৩২**	**৭৩২**	
০৪	২৩০৫০০/ ১৪	০৬/০১/২০	পণ্য পরিবহণ	৪৯,০২,৭৮৬.০০	২	৩৩	৩১	**৯,৭০,২১২.০০**
					৫৪.৩৮০	৯৯	৪৫	
					২৮.০৭	৭৬	৪৮	
					৭.৮২১	৩৩	২৫	
					১২৬.৫৪	২২৮	১০১	
					১৭.০৮	১৫২	১৩৫	
					১৭৮.৮৯১০	৩০৪	১২৫	
					৯৩.১৬৪	১৮৫	৯২	
					২৬	৩৩	৭	
					৪০	৭৬	৩৬	
					১৮	৬৭	৪৯	
				উপযোগ=	**৫৯২**	**১২৮৬**	**৬৯৪**	
				সর্বমোট=	**৪৯৫৯.৭৮**	**৮৮৬৮.৮৮**	**৩৯০৮.৭৮**	**৫৪,৬৪,৪৭৪.০০**
								কথায়: চুয়ান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত চুয়াত্তর টাকা

পরিশিষ্ট নম্বর-০১(২)

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০১

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পণ্য পরিবহনে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী (ফেরত কন্টেইনার বিল বাবদ):

টোকেন নং ভাউচার নং তারিখ	বিবরণ চুক্তিপত্র স্মারক সংশোধিত চুক্তিপত্র স্মারক	বিলের টাকা	ফেরত কন্টেইনার বাবদ অতি.পরিশোধ	এসআর এন্টা. এর বিল নং ও তারিখ	প্রকৃত পক্ষে কাজ সম্পাদনের তারিখ (১৭টি সাব ভাউচার মিলিয়ে)	অতিরিক্ত পরিশোধ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
১৩৮২১৯, ১৩/১০/১৯ ০৬, ১০/১০/১৯	পণ্য পরিবহন	১,৫০,৭৪,৩৯৫.০০	৩৫,২৮,৩০৮.০০	০১, ১৬/০৭/১৮	১৪/০১/১৮	২১৩৭৮০.০০	পিপিআর-২০০৮ এর ১০২(৬) অনুসারে ক্রয়কারী এবং কৃতকার্য দরদাতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সকল বিষয় মেনে চলতে উভয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন। চুক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ঠিকাদারকে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
				০২, ১৬/০৭/১৮	০৫/০১/১৮	৪৮১০০৫.০০	
				০৩, ১৬/০৭/১৮	১৫/০১/১৮	৯০৮৫৬৫.০০	
				০৪, ১৬/০৭/১৮	০৯/০১/১৮	৭৬৪৮৪.০০	
				০৬, ১৬/০৭/১৮	১৪/০১/১৮	২৩০৩৯.০০	
				০৭, ১৬/০৭/১৮	১২/০১/১৮	৫৩৪৪৫.০০	
				১০, ১৬/০৭/১৮	১১/০১/১৮	৭৬৪৮৪.০০	
				১১, ১৬/০৭/১৮	১৭/০১/১৮	৭৬৪৮৪.০০	
				১৩, ১৬/০৭/১৮	৩০/০১/১৮	৫৩৪৪৫.০০	
				১৫, ১৬/০৭/১৮	১৮/১২/১৭	১২৯৯২৯.০০	
				১৪, ১৬/০৭/১৮	১৮/১২/১৭	৭৬৪৮৪.০০	
				১৬, ১৬/০৭/১৮	১৪/০২/১৭	২৩৬৮১৯.০০	
				১৮, ১৬/০৭/১৮	০৪/০২/১৮	১০৬৮৯০.০০	
				১৮, ২৪/০৭/১৮	১৪/০২/১৮	২৬৭২২৫.০০	
				১৮, ২৪/০৭/১৮	০৬/০৭/১৮	৬৪১৩৪০.০০	
				১৯, ১৬/০৭/১৮	০৫/০২/১৮	১০৬৮৯০.০০	
				২০, ১৬/০৭/১৮	২৮/০১/১৮	৫৮৭৮৯৫.০০	
					মোট=	**৪১,১৬,২০৩.০০**	
					কথায়: একচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার দুইশত তিন টাকা		

পরিশিষ্ট নম্বর-০২

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০২

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

কোভিড- ১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত না থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী কর্মচারিসহ ঢালাওভাবে সকল কর্মচারিদের সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক.

বিবরণ	ইউনিটের নাম	কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সাথে সরাসরি সংস্পর্শ আছে/নাই	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
ঝুঁকি ভাতা (২ মাসের মূল বেতনের সম পরিমান অর্থ)	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	নাই	অফিসার ১১,৪৩,৬১৮.০০ কর্মচারি ৪৩,৭০,৯৭২.০০	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ,বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-৪ এর স্মারক নং-০৭.১০৪..০২০.২৭০১.৭২.২০১৮-০১ তারিখ ৯.৭.২০২০ খ্রি: অনুযায়ী কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের এককালীন বিশেষ সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাজেট অধিশাখা এর স্মারক নং ৪৫.০০.০০.০০.১৩৯. ০২০.০০৪.২০২০-৬০৫ তারিখ: ৩/৮/২০২০ খ্রি: অনুযায়ী ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রদানের পরিপত্র প্রদান করা হয়।
	আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়া।	নাই	৫২,২৫,৫৪৩.০০	
			=১,০৭,৪০,১৩৩.০০	
মোট টাকার পরিমাণ = (এক কোটি সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার এক শত তেত্রিশ) টাকা মাত্র				

খ.

অফিসের নাম	বিবরণ	কার্যক্রম	কর্মচারী বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
খুলনা ল্যাটেক্স প্লান্ট, খুলনা	সরাসরি কোভিড আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে না এলেও ঢালাওভাবে এডহক, ক্যাজুয়ালসহ সকল কর্মচারির ঝুঁকি ভাতা গ্রহণজনিত অর্থ গ্রহণ।	জন্ম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কনডম উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ করা	ম্যানেজার ও অফিসারবৃন্দ স্টাফবৃন্দ ওয়ার্কারস বৃন্দ ক্যাজুয়াল কর্মচারিবৃন্দ	৮,৮০,৫৮৭.০০ ৪,৭৪,৪৪৭.০০ ১৯,৬৫,২১৫.০০ ৩,৬১,৬২৭.০০	
ইডিসিএল ৩য় প্লান্ট, গোপালগঞ্জ		জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, পেনিসিলিন,আইভি ফ্লুইড সহ ঔষধ উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরন করা।	ক্যাজুয়াল, এডহক সহ সকল কর্মচারী	১৩,৪৭,৫৫৮.০০	
মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ= (পঞ্চাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার চার শত চৌত্রিশ) টাকা মাত্র।				**মোট=৫০,২৯,৪৩৪.০০**	
সর্ব মোট = (১,০৭,৪০,১৩৩.০০ + ৫০,২৯,৪৩৪.০০) = ১,৫৭,৬৯,৫৬৭.০০ কথায়: এক কোটি সাতান্ন লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত সাতষট্টি টাকা					

নিরীক্ষা বছরে অধ্যাপক জনাব, (ডা:) এহসানুল কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব রতন কুমার ভক্ত, অর্থ পরিচালক, জনাব আতাউল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স), জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, ডিজিএম (খুলনা প্লান্ট) হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন।

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

কারিগরি বিনির্দেশে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের বিবরণী:

ক.

সরবরাহকারীর নাম, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	দরপত্র নং, কার্যাদেশ নং ও তারিখ	কাজের বিবরণ	চাহিদা প্রেরণ	কাজ সমাপ্তির তাং (ডেলিভারি চালান অনুযায়ী)	গাড়ির মূল্য (রেজিষ্ট্রেশন, বডি ফেব্রিয়েশন এবং আইটি-ভ্যাটসহ)	মন্তব্য
মেসার্স ইফাদ অটোস লিমিটেড, অশোক লিলেন্ড ব্রান্ডের (অরিজিন- ভারত)	৩২৬৮/১৯, ২৫০৪৩, ১৬/০২/২০ খ্রিঃ	কাভার্ড ভ্যান সরবরাহ ২ টি	২৪/৯/১৯ খ্রিঃ	৯/৯/২০২০ খ্রিঃ	৫২,২৪,০০০.০০ টাকা। পরবর্তীতে অতিরিক্ত ক্রয় আদেশে টাকার পরিমাণ **৫২,৭২,৭৫০.০০**	

খ.

ক্র নং	দরপত্র নং ও তারিখ	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	কাজের বিবরণ	সরবরাহকারীর নাম	কার্যমূল্য	মন্তব্য
১	ইডিসিএল/পার/কার/এলটি/২০১৯/১৩৭, তারিখ : ২৯/০৪/১৯খ্রি:	পিও নং- ২৪৩৮৬ তারিখ: ৩০/০৭/১৯খ্রি:	গাড়ী ক্রয় (মডেল: 'Toyota Allion (G) Sedan Car')	মেসার্স রিভিটেক্স লি:	**৩০,৩০,৬৭৫.০০**	

গ.

ক্র নং	দরপত্র নং	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	কাজের বিবরণ	সরবরাহকারীর নাম	কার্যমূল্য	চাহিদা প্রেরণ	কাজ সমাপ্তির তাং	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তাং	সময় বৃদ্ধি	মন্তব্য
১	২০১৯/১৯২	১৬৫৯,২৪/০৭/১৯	আসবাবপত্র ক্রয়	মেসার্স অটবি লিমিটেড, দত্তবাড়ী, বগুড়া	৫,০৪,৯৮২.০০	২৩/৫/১৯	২৪/৮/১৯	৩০/১০/১৯	৩ বার	
২	২০১৯/৭৭	১৬৮৬, ৪/১২/১৯	ঐ	ঐ	৫,৬৩,৪৪৮.০০	১৪/১০/১৯	৪/১/২০	৪/১২/১৯	১ বার	
৩	২০১৯/৮৯	১৬৮৫, ৪/১২/১৯	ঐ	ঐ	৪,২৭,৫৪৯.০০	১২/১১/১৯	৪/১/২০	৪/১২/১৯	২ বার	
৪	২০১৯/৩৫	১৬৭৬, ২৩/১০/১৯	ঐ	ঐ	১,০৪,৬৪৫.০০	২৪/৭/১৯	২৩/১১/১৯	---		
৫	২০১৯/১৬৮	১৬৫১, ৭/৭/১৯	ফটোকপিয়ার মেশিন	ইন্টারন্যাশনাল অফিস লি	৩,৮৫,০০০.০০	৩০/৪/১৯	২০/১১/১৯			
৬	২০১৯/২২	১৬৭৩, ২০/১০/১৯	পাম্প মেশিন	পেডরোলো এনকে লি, বগুড়া	৮৬,৮৭০.০০	২৭/৬/১৯	২০/১১/১৯			
৭	২০১৯/২০৩	১৬৫৪, ১৮/৭/১৯	ফিল্টার ও মটর	গ্রিনল্যান্ড টেকনোলজী লি.	৮৮,৫০০.০০	১২/৫/১৯	১৮/৮/১৯			
৮	২০১৯/১০৭	১৬৮৯,২১/১/২০	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	ফ্লোরা লি.,বগুড়া শাখা	১,৮০,৮৬৭.০০	২৬/১১/১৯	২১/২/২০			
৯				মোট টাকার পরিমাণ	**২৩,৪১,৮৬১.০০**					
	মোট অনিয়মিত ব্যয়ের পরিমাণ (ক+খ+গ) = (৫২,৭২,৭৫০.০০+ ৩০,৩০,৬৭৫.০০+ ২৩,৪১,৮৬১.০০) = **১,০৬,৪৫,২৮৬.০০**									
কথায়: এক কোটি ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি										

নিরীক্ষা বছরে অধ্যাপক জনাব (ডা:) এহসানুল কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব সৈয়দ জহির উদ্দিন জামাল, জিএম (প্রকিউরমেন্ট), জনাব সত্যজিৎ দাস, জিএম (বগুড়া প্লান্ট), জনাব এস এম তানভিরুল আলম, ইনচার্জ (ক্রয়বিভাগ, বগুড়া), জনাব এ এন এম রুহুল আমিন, ইনচার্জ (মান নিশ্চিতকরণ, বগুড়া) হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৪

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০৪

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

সরকারি নির্দেশনা লংঘন করে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এ অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ঢাকা অফিসের বিবরণ:

ক্র নং	মাসের নাম	মাস অনুযায়ী সর্বমোট প্রদানকৃত মূল বেতন	প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় টাকার পরিমাণ (সিপিএফ ১০% হারে)	সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রদেয় টাকার পরিমাণ (৮.৩৩% হারে)	প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ
১	জুলাই/১৯	৩০২৫৮২৮০.০০	৩০২৫৮২৮.০০	২৫২০৫১৪.৭২	৫০৫৩১৩.২৮
২	আগস্ট/১৯	৩০২৯৪০৮০.০০	৩০২৯৪০৮.০০	২৫২৩৪৯৬.৮৬	৫০৫৯১১.১৪
৩	সেপ্টেম্ব/১৯	৩০২৫৮৫৮০.০০	৩০২৫৮৫৮.০০	২৫২০৫৩৯.৭১	৫০৫৩১৮.২৯
৪	অক্টোবর/১৯	৩০৭৭২৬২০.০০	৩০৭৭২৬২.০০	২৫৬৩৩৫৯.২৫	৫১৩৯০২.৭৫
৫	নভেম্বর/১৯	৩০৯৭৫৪৫০.০০	৩০৯৭৫৪৫.০০	২৫৮০২৫৪.৯৯	৫১৭২৯০.০২
৬	ডিসেম্বর/১৯	৩১১৬৭২৮০.০০	৩১১৬৭২৮.০০	২৫৯৬২৩৪.৪২	৫২০৪৯৩.৫৮
৭	জানুয়ারী/২০	৩১৪৯৩৪৫০.০০	৩১৪৯৩৪৫.০০	২৬২৩৪০৪.৩৯	৫২৫৯৪০.৬২
৮	ফেব্রুয়ারী/২০	৩১৭৭৩২৩০.০০	৩১৭৭৩২৩.০০	২৬৪৬৭১০.০৬	৫৩০৬১২.৯৪
৯	মার্চ/২০	৩১৯৪৯৫৬০.০০	৩১৯৪৯৫৬.০০	২৬৬১৩৯৮.৩৫	৫৩৩৫৫৭.৬৫
১০	এপ্রিল/২০	৩২২২৭১৬০.০০	৩২২২৭১৬.০০	২৬৮৪৫২২.৪৩	৫৩৮১৯৩.৫৭
১১	মে/২০	৩২১৯৮৭৩০.০০	৩২১৯৮৭৩.০০	২৬৮২১৫৪.২১	৫৩৭৭১৮.৭৯
১২	জুন/২০	৩২০৫২৮৫০.০০	৩২০৫২৮৫.০০	২৬৭০০০২.৪১	৫৩৫২৮২.৬
		৩৭,৫৪,২১,২৭০.০০	৩,৭৫,৪২,১২৭.০০	৩,১২,৭২,৫৯২.০০	**৬২,৬৯,৫৩৫.০০**

অনুরুপভাবে খুলনা অফিসের বিবরণ (১২ মাসে একত্রে)

ক্র নং	মাসের নাম	মাস অনুযায়ী সর্বমোট প্রদানকৃত মূল বেতন	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমাণ (সিপিএফ ১০%)	সরকারি নির্দেশনায় টাকার পরিমাণ (৮.৩৩%)	প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৪-৫)
১	০৭/১৯ থেকে ০৬/২০২০	৮,৬৪,৬১,১৫০.০০	৮৬,৪৬,১১৫.০০	৭২,০২,২১৪.০০	**১৪,৪৩,৯০১.০০**

অনুরুপভাবে বগুড়া অফিসের বিবরণ (১২ মাসে একত্রে)

ক্র নং	মাসের নাম	মাস অনুযায়ী সর্বমোট প্রদানকৃত মূল বেতন	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমাণ (সিপিএফ ১০%)	সরকারি নির্দেশনায় টাকার পরিমাণ (৮.৩৩%)	প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৪-৫)
১	০৭/১৯ থেকে ০৬/২০২০	১২,৯৮,৬৪,৮০০.০০	১,২৯,৮৬,৪৮০.০০	১,০৮,১৭,৭৩৮.০০	**২১,৬৮,৭৪২.০০**
সর্বমোট টাকা =(৬২,৬৯,৫৩৫.০০+ ১৪,৪৩,৯০১.০০+ ২১,৬৮,৭৪২.০০)= **৯৮,৮২,১৭৮.০০**					
কথায়: আটানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার এক শত আটাত্তর টাকা					

নিরীক্ষা বছরে অধ্যাপক জনাব ডা: এহসানুল কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আবুল খায়ের বেগ, ডেপুটি ম্যানেজার (একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৫

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০৫

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির অপচয় সংক্রান্ত বিবরণী:

সরবরাহকারীর নাম	এল সি নং	বিবরণ	সরবরাহকারীকে ইন্সটলেশন করার অবহিতপত্র স্মারক	ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানী	স্টোরে মালামাল গ্রহণের তারিখ	প্রথম ট্রায়ালের তারিখ	মোট ব্যয়কৃত মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মেসার্স নেস্ট ইন্টারন্যাশনাল হোসনা পার্ক, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	২৯৭০১২০১০০৯৭ তারিখ ২৫/০৬/২০১২	এম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিমিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় (৩,৪৯,১২,৫০০.০০ +৩২,৮০,০০০.০০)= ৩,৮১,৯২,৫০০.০০	২০১৫/৫৭৭ তারিখ ০৭.০৭.২০১৫	M/s Marzocchi Infialatrici s,r,l, Italy & M/s Genmech Enginerring (S) Pte Ltd, Singapore	২৬/০৬/২০১৩	১৮/০৮/২০২০	৩,৮১,৯২,৫০০.০০
						মোট =	**৩,৮১,৯২,৫০০.০০**
কথায়: তিন কোটি একাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত টাকা							

নিরীক্ষা বছরে জনাব ডা: এম কদরুল হুদা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রাক্তন), জনাব অধ্যাপক ডা: এহসানুল কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বর্তমান), জনাব মো: আলী মোকাররম, ব্যবস্থাপক (প্লানিং এন্ড প্রকিউরমেন্ট) (প্রাক্তন), জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক, জিএম (অর্থ) (প্রাক্তন) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৬

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ইন্সটলেশন ও কমিশনিং না করে অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় সরকারের অপচয় সংক্রান্ত বিবরণী:

ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	স্টোরে অবস্থানের তারিখ	কোন ইউনিটে ব্যবহৃত হবে	লোকেশন	দরমূল্য (Dollar)	টাকার পরিমাণ (তৎকালীন ১ ডলার=৮৪ টাকা হিসেবে)	বাস্তবন্দী সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
GD-06 M/S Sinva	Autoclav 1200 L	13.08.19	contraceptive	WH	100000.00	৮৪,০০,০০০.০০	১ বছর ৬ মাস ১৯ দিন
	Autoclav 450 L for Utensils	13.08.19	contraceptive	WH	134000.00	১,১২,৫৬,০০০.০০	ঐ
GD-07 M/S SEJONG	Granulation suite	05.02.19	contraceptive	WH	715690.00	৬,০১,১৭,৯৬০.০০	২ বছর ২৪ দিন
	Tablet compression	05.02.19	contraceptive	WH	387092.00	৩,২৫,১৫,৭২৮.০০	ঐ
	Tablet coating machine	05.02.19	contraceptive	WH	252232.00	২,১১,৮৭,৪৮৮.০০	ঐ
	IBC Blender including lifting 200 kg	30.09.19	contraceptive	WH	70568.00	৫৯,২৭,৭১২.০০	১ বছর ৫ মাস
	FBD Bag washing & Drying machine	30.09.19	contraceptive	WH	12700.00	১০,৬৬,৮০০.০০	ঐ
	Die Punch cleaning & Polishing Warrenty- 1 year	05.02.19	contraceptive	WH	26600.00	২২,৩৪,৪০০.০০	২ বছর ২৪ দিন
	Laminar Air Flow Booth (Mobile)	26.06.19	contraceptive	WH	3394.00	২৮৫০৯৬.০০	১ বছর ৮ মাস ৪ দিন
	Dispensing Booth	26.06.19	contraceptive	WH	15000.00	১২৬০০০০.০০	ঐ
		26.06.19	contraceptive	WH	20000.00	১৬৮০০০০.০০	ঐ
		26.06.19	IVfluid	WH	19120.00	১৬০৬০৮০.০০	ঐ
	Sampling Booth	26.06.19	Iron tablet	WH	16848.00	১৪১৫২৩২.০০	ঐ
		26.06.19	contraceptive	WH	22905.00	১৯২৪০২০.০০	ঐ
	Vacuum Cleaner with Hepa Filter	27.06.19	Ware house	WH	8336.00	৭০০২২৪.০০	১ বছর ৮ মাস ৩দিন
		27.06.19	Contraceptive	WH	8336.00	৭০০২২৪.০০	ঐ
		27.06.19	IV Fluid	WH	8336.00	৭০০২২৪.০০	ঐ

ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	স্টোরে অবস্থানের তারিখ	কোন ইউনিটে ব্যবহৃত হবে	লোকেশন	দরমূল্য (Dollar)	টাকার পরিমাণ (তৎকালীন ১ ডলার=৮৪ টাকা হিসেবে)	বাক্সবন্দী সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	Dress Cabinate with HEPA	27.06.19	Iron tablet	WH	2425.00	২০৩৭০০.০০	ঐ
		27.06.19	Contraceptive	WH	2425.00	২০৩৭০০.০০	ঐ
	Air Shower	27.06.19	IV Fluid	WH	8000.00	৬৭২০০০.০০	ঐ
	Pass Box(1200*1200*1200)mm	27.06.19	Contraceptive	WH	2000.00	১৬৮০০০.০০	ঐ
		27.06.19	Contraceptive	WH	2000.00	১৬৮০০০.০০	ঐ
		27.06.19	Iron tablet	WH	5000.00	৪২০০০০.০০	ঐ
	Pass Box(900*900*900) mm	27.06.19	IV Fluid	WH	1800.00	১৫১২০০.০০	ঐ
		27.06.19	Contraceptive	WH	1800.00	১৫১২০০.০০	ঐ
	Pass Box(600*600*600) mm	27.06.19	Iron tablet	WH	2490.00	২০৯১৬০.০০	ঐ
	Electronic Balance For Dispensing & Packing (150kg,100kg,50kg,25 kg,1kg)	19.02.19	Contraceptive	WH	2600.00	২১৮৪০০.০০	২ বছর ১৮ দিন
		19.02.19	IV Fluid	WH	2600.00	২১৮৪০০.০০	২ বছর ১৮ দিন
		19.02.19	Iron tablet	WH	2600.00	২১৮৪০০.০০	২ বছর ১৮ দিন
	Electronic balance for grasulation 600 kg	19.02.19	Contraceptive	WH	3500.00	২৯৪০০০.০০	ঐ
		19.02.19	Contraceptive	WH	3500.00	২৯৪০০০.০০	ঐ
	Wet & dry industrial vacuame clener	27.06.19	Contraceptive	WH	2440.00	২০৪৯৬০.০০	১ বছর ৮ মাস ৩দিন
		27.06.19	Iron tablet	WH	2440.00	২০৪৯৬০.০০	ঐ
		27.06.19	Ware house	WH	2440.00	২০৪৯৬০.০০	ঐ
GD-09 M/S FEBTECH	Blister Packaging Machine Warrenty- 1 year	20.09.20	Injection	WH	188868.00	১,৫৮,৬৪,৯১২.০০	৫ মাস ১০দিন
	Packing Conveyor	06.12.19	contraceptive	WH	3610.00	৩,০৩,২৪০.০০	১ বছর ২ মাস ২৫ দিন
	Packing Conveyor	06.12.19	Injection	WH	3610.00	৩,০৩,২৪০.০০	ঐ
	Packing Conveyor	06.12.19	IV Fluid	WH	3610.00	৩,০৩,২৪০.০০	ঐ
	Inkjet Printing machine	26.01.20	contraceptive	WH	6934.00	৫,৮২,৪৫৬.০০	১ বছর ১ মাস ৫ দিন

ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	স্টোরে অবস্থানের তারিখ	কোন ইউনিটে ব্যবহৃত হবে	লোকেশন	দরমূল্য (Dollar)	টাকার পরিমাণ (তৎকালীন ১ ডলার=৮৪ টাকা হিসেবে)	বাক্সবন্দী সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	Inject Printing machine Warrenty- 1 year	26.01.20	IV Fluid	WH	6934.00	৫,৮২,৪৫৬.০০	ঐ
	Inject Printing machine	26.01.20	Iron Tablet	WH	6934.00	৫,৮২,৪৫৬.০০	ঐ
	Carton Printing machine	20.09.20	contraceptive	WH	2817.00	২,৩৬,৬২৮.০০	৫ মাস ১০দিন
	Carton Printing machine	20.09.20	Iron Tablet	WH	2817.00	২,৩৬,৬২৮.০০	৫ মাস ১০দিন
	Infution Bottle wrapping machine Warrenty- 1 year Spare part -2 years	26.01.20	IV fluid	WH	32658.00	২৭,৪৩,২৭২.০০	১ বছর ১ মাস ৫ দিন
	Sticker Labeling machine for Vial Warrenty- 1 year	26.01.20	Injection	WH	53089.00	৪৪,৫৯,২৭৬.০০	ঐ
	Label Printing machine	20.09.20	Contraceptive	WH	2817.00	২,৩৬,৬২৮.০০	৫ মাস ১০দিন
	Label Printing machine	20.09.20	Iron Tablet	WH	2817.00	২,৩৬,৬২৮.০০	ঐ
	মোট টাকার পরিমাণ=					**১৮,৩৮,৫৩,২৮৮.০০**	
	কথায়: আঠার কোটি আটত্রিশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার দুই শত আটাশি টাকা						

বি.দ্র: ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ১ বছর থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ স্টোরে মালামাল বাক্সবন্দী থাকায় আয়ুষ্কাল ও গুণগতমান হারাচ্ছে। সমাপ্ত প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে মালামাল ইনস্টলেশন/কমিশনিং করতঃ সকল বিভাগ চালু থাকলে কারখানাটি উৎপাদনে সচল থাকতো, মালামালের গুণাগুণ বিচার করা যেতো এবং ঔষধ উৎপাদনের ফলে জনগণ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ও আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতো।

নিরীক্ষা বছরে জনাব অধ্যাপক ডা: এহসানুল কবির, প্রকল্প পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল, জনাব বিএম ইমান হাসান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৭

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)
অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

করোনা মহামারি সময়ে ব্যাপক চাহিদা সত্বেও ক্রয় কমিটি কর্তৃক Meropenem কাঁচামালের টেন্ডার বার বার বাতিলপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ছক 'ক' ১. কার্যাদেশকৃত দরে ঔষধের চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানীর সম্ভাব্য নীট মুনাফার পরিমাণ:

টেন্ডার নং-	টেন্ডারের বিবরণ	সর্বনিম্ন দরদাতার নাম	দাখিলকৃত দর (মার্কিন ডলার)	দর পার্থক্য (মার্কিন ডলার)	ঔষধের চাহিদা	চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামালের প্রয়োজন (১.৪৯৫×১,১৬,৪০০) [এনেক্সার অনুযায়ী কাঁচামাল ১.৪৫৯ + (১.৪৫৯ ×২.৫%) গ্রাম]	প্রথম দরদাতার তুলনায় কোম্পানীর লাভের পরিমাণ (১ মা.ড. = ৮৫.১৫ টাকা ধরে)
২৬/১৯-২০	কম দর পাওয়ার জন্য বাতিলকৃত দর	নেস্ট ইন্টা.	৯২৪.০০	৫২.০০	১,১৬,৪০০	১৭৪.০৭ কেজি।	৯০৫১.৬৪ মা.ড. = ৭,৭০,৭৪৭.০০ টাকা
৫৪/১৯-২০	কার্যাদেশকৃত দরদাতার দর	নেস্ট ইন্টা.	৮৭২.০০				

ছক 'খ'
২. কাঁচামালের মূল্য কেজি প্রতি ৯২৪.০০ মা.ড. ধরে কোম্পানীর অর্জনযোগ্য নীট লাভের পরিমাণ:

জবাব অনুযায়ী আমদানিকৃত কাঁচামাল	প্রতি পিস ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ	উৎপাদনযোগ্য ঔষধের পরিমাণ	প্রতি পিস ঔষধ উৎপাদন খরচ (ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এবং ওভারহেডসহ) (টাকা)	প্রতি পিস ঔষধের বিক্রয়মূল্য (টাকা)	প্রতি পিস ঔষধে লাভের পরিমাণ (টাকা)	মোট লাভের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৫-৪)	৭ = (৩×৬)
২৫০ কেজি	১.৪৯৫ গ্রাম	১৬৭২২৪ টি	২৯৯.০০	৬৮৯.৮০৯৫	৩৯০.৮১	৬,৫৩,৫২,৮১১.০০

ঔষধের চাহিদা	প্রতি পিস ঔষধ উৎপাদন খরচ (ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এবং ওভারহেডসহ) (টাকা)	প্রতি পিস ঔষধের বিক্রয়মূল্য (টাকা)	প্রতি পিস ঔষধে লাভের পরিমাণ (টাকা)	মোট লাভের পরিমাণ
১	২	৩	৪ = (৩-২)	৫ = (৪×১)
১,১৬,৪০০	২৯৯.০০	৬৮৯.৮০৯৫	৩৯০.৮১	**৪,৫৪,৯০,২২৬.০০**
Opportunity loss: [৪,৫৪,৯০,২২৬- ৭,৭০,৭৪৭] = **৪,৪৭,১৯,৪৭৯.০০ কথায়: চার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার চার শত উনআশি টাকা**				

তুলনামূলক বিবরণী-১ দেখা যাচ্ছে, প্রতি কেজি কাঁচামাল সর্বশেষ বাতিলকৃত দর ৯২৪.০০ মা.ড. ক্রয় না করে ৮৭২.০০ মা.ডলারে ক্রয় করে চাহিদাকৃত ঔষধ উৎপাদন করলে কম দরহেতু কোম্পানির ৭,২৪,১৩১.০০ টাকা সাশ্রয় হতো। কিন্তু বিবরণী-২ তে দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত বেশি দর ৯২৪.০০ মা.ডলারে কাঁচামাল ক্রয় করে যথাসময়ে (২০১৯-২০ অর্থবছরে) বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকৃত ১,১৬,৪০০ পিস ঔষধ উৎপাদন করলে

কোম্পানীর ৪,৫৪,৯০,২২৬.০০ টাকা নীট মুনাফা হতো। কোম্পানি কম দর পাওয়ার অজুহাতে টেন্ডার নং- ২৬ বাতিল করে বছরব্যাপী ঔষধ উৎপাদন থেকে বিরত থাকে। অথচ উক্ত টেন্ডার বাতিল না করে যথাসময়ে কাঁচামাল আমদানীপূর্বক ঔষধ উৎপাদন করলে কোম্পানির ৪,৫৪,৯০,২২৬.০০ টাকা নীট মুনাফা হারাতে হতো না এবং মহামারী সময়কালীন উক্ত ঔষধের সংকট কাটিয়ে জনগণ সুফল ভোগ করতে পারতো।

নিরীক্ষা বছরে উক্ত সময়ে জনাব অধ্যাপক (ডা:) এহসানুল কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব সৈয়দ জহির উদ্দিন জামাল, জনাব রতন কুমার ভক্ত, অর্থ পরিচালক (ইনচার্জ), জনাব আব্দুল হালিম খান, ডিজিএম (উৎপাদন) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

২৬.০১.২০২৩

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
ফোন: ০২-৮৩৯২৫০৫

কাজী ফাহমিদা হক
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

১২ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ....।
২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ-২০২২-২৩/২৮২৯ কম-এ(১০)—৬৬৫ বই, ২০২২।